প্রথম আলো

তারিখ 23 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

আলোর পথে ৪০১৫ শিক্ষার্থী

শিক্ষার্থী বৃত্তি দিল ডাচ্-বাংলা ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

'এই বৃত্তি আমাকে আলোর পথ দেখাল। বাবার পক্ষে সত্যিই কঠিন ছিল আমার পড়াশোনার খরচ চালিয়ে নেওয়া। আমি কৃতজ্ঞ।'

কিশোরগঞ্জের সাজেদুল ইসলামের মতোই অনেকটা নির্ভার চার হাজারেরও বেশি গরিব মেধাবী শিক্ষার্থী। এ বছর এসএসসিতে কৃতিত্বপূর্ণ ফল অর্জন করা এই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি দিয়েছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড (ডিবিবিএল)।

ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের এ উদ্যোগের নাম 'দীপ্তিময় জীবনের স্বপ্ন পূরণের সেতুবন্ধন'।

রাজধানীর মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে গতকাল শনিবার বসেছিল বৃত্তি দেওয়ার আসর।

বৃত্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তি তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শফিকুর রহমান পাটোয়ারী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য দেয় সাজেদুল ইসলাম, তাহমিনা আক্তার ও মোহাম্মদ ইবরাহিম।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, একসময় দানবীর বিত্তশালীরা শিক্ষার জন্য দেদার ব্যয় করতেন। তাঁদের মতোই ডিবিবিএলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এম সাহাবউদ্দিন আহমেদ এ উদ্যোগটি নিয়েছেন।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও এ ধরনের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান অর্থমন্ত্রী।

শফিকুর রহমান পাটোয়ারী বলেন, ডিবিবিএল যেমন তার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছে, লেখাপড়া শিখে শিক্ষার্থীদেরও উচিত হবে সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্বটুকু পালন করা।

এস কে সুর চৌধুরী বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের (সিএসআর) আওতায় ডিবিবিএল সমাজ থেকে যা নিচ্ছে, সমাজেই আবার তা ফিরিয়ে দিচ্ছে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এ বছর চার হাজার ১৫ জন শিক্ষার্থীকে আগামী দুই বছর প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। এ ছাড়া বার্ষিক অনুদান দেওয়া হবে পাঠ্য উপকরণ হিসেবে দুই হাজার ৫০০ টাকা ও পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য এক হাজার টাকা করে।

সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ টাকা ব্যয় করবে ডিবিবিএল। এ জন্য প্রতিষ্ঠানটি ব্যয় করছে ১০২ কোটি টাকা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিবিবিএলের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান সায়েম আহমেদ। ধন্যবাদ বক্তব্য দেন ডিবিবিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) কে এস তাবরেজ।